62

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 19 MAY 1998 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 5...

পরীক্ষার্থীরা হরতাল প্রত্যাহার করেছে

চট্টগ্রাম বোর্ডের এসএসসি দুই পেপারের পুনঃপরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত বাতিল

চট্টগ্রাম অফিস : প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র ও বাংলা প্রথমপত্রের পুনঃপরীক্ষার সিদ্ধান্ত বোর্ড কর্তৃপক্ষ গতকাল বাতিল করার ঘোষণা দিয়েছে। অর্থাৎ গৃহীত পরীক্ষা বহাল থাকবে।

এসএসসি পরীক্ষার্থীরা আজ চট্টগ্রামে ডাকা হরতালসহ সব ধরনের কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করেছে।

জানা যায়, গতকাল সন্ধ্যায় সার্কিট হাউসে শ্রম ও জনশক্তিমন্ত্রী এম এ মান্নান, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বাংলা ও ইংরেজি দুই পত্রের পরীক্ষা বাতিলের কারণে চট্টগ্রামের পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক ও বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়ার পর বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্তটি স্থগিত করেন। ফলে ইতিপূর্বে চট্টগ্রাম বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের আগামী ১ ও ৬ জুন নতুন করে পরীক্ষা দিতে হবে বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ যে ঘোষণা দিয়েছিল তা আর বহাল থাকছে না। আবার পরীক্ষা দিতে হবে না।

● এরপর — পৃষ্ঠা ২

চট্টগ্রাম বোর্ডের এসএসসি

● প্রথম পাতার পর

এদিকে পুনঃপরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে গতকালও চট্টগ্রামে এসএসসি পরীক্ষার্থীরা প্রায় ২৫টি গাড়ি ভাঙচুর, চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়কে রোড ব্যারিকেড এবং বিক্ষোভ সমাবেশ করে। জানা যায়, গতকাল সকাল ১০টা থেকেই বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়কের ভাটিয়ারী ও মীরেরসরাই এলাকায় ব্যারিকেড দেয়। এ সময় প্রায় ঘন্টা দুয়েক এ সড়কে গাড়ি চলাচল বন্ধ ছিল। এ ব্যাপারে পুলিশ নগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। নগরীর বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল এবং প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশেরও আয়োজন করে।

চট্টগ্রাম বোর্ডের পুনঃপরীক্ষা গ্রহণ স্থগিত ঘোষণা করায় এসএসসি পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের সংগঠন সংগ্রামী ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দ সরকার ও বোর্ড কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানিয়েছে। সংগ্রাম ছাত্রঐক্যের সদস্য সচিব মোস্তফা ইকরাম পারভেজ প্রেরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ মঙ্গলবার আহূত হরতাল স্থগিত ঘোষণার সিদ্ধান্তও জানানো হয়।

সরকারি বক্তব্য : গতকাল সরকারের এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, সম্প্রতি এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় এবং তা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র ও বাংলা প্রথমপত্রের পুনঃপরীক্ষা গ্রহণ করা সংক্রান্ত কয়েকটি পত্রপত্রিকার খবর সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সরকার সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছে, এসএসসির দুটি পত্রের পরীক্ষা বহাল বা পুনঃপরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্তসমূহ স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলাপ করে স্ব স্ব শিক্ষাবোর্ড নিজেরাই নিয়েছে এবং এটাই নিয়ম। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি, করেও না।

তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের সকল সিদ্ধান্ত শিক্ষাবোর্ড সরাসরি নিয়ে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, চট্টগ্রাম যদি মনে করে এই বিষয়ে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন তা তারাই নেবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ বিষয়ে কোনো ভিন্ন অভিমত নেই।

এছাড়াও তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে গত বছরের অব্যবস্থাপনাপূর্ণ ও ঢালাও অসদুপায় অবলম্বনকারী বাতিলকৃত কেন্দ্রসমূহ আবার চালু করার জন্য বেশ কয়েকটি জায়গায় সন্ত্রাস এবং কোথাও কোথাও নানাভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল ও চালু করার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষাবোর্ডগুলোর এখতিয়ারভুক্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব ক্ষেত্রে কোনো হস্তক্ষেপ করে না।

গত বছর এইচএসসি পরীক্ষার সময়ের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও সরজমিন পর্যবেক্ষণের পর এসব পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছিল।